জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গেজেট নং-৪৬

গেজেট প্রকাশের তারিখ ঃ ১৫ নভেম্বর, ২০১৮

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-১	ভূমিকা	১
অধ্যায়-২	ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য	২-৩
অধ্যায়-৩	কর্মপন্থা নির্দেশক নীতি	৩
অধ্যায়-৪	লক্ষ্য এবং কৌশলসমূহ	৪-৯
অধ্যায়-৫	জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮ এর বাস্তবায়ন	১০-১৩
পরিশিষ্ট-১	সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা	১৪ -১৯

শব্দ সংক্ষেপ

সিএমও (CMO)	Collective Management Organization
ডিপিডিটি (DPDT)	Department of Patent, Design and Trade Marks
এফবিসিসিআই (FBCCI)	Federation of Chamber of Commerce and Industries
এলডিসি (LDC)	Least-Developed Country
এনআইআইপি (NIIP)	National Innovation and Intellectual Property Policy
আরআইআইপি (RIIP)	Regional Innovation and Intellectual Property Policy
এসডিজি (SDG)	Sustainable Development Goals
ট্রিপস (TRIPS)	Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights
টিআইএসসি (TISC)	Technology and Innovation Support Centres
টিটিও (TTO)	Technology Transfer Office
টিকে (TK)	Traditional Knowledge
টিসিই (TCE)	Traditional Cultural Expressions
ওয়াইপো (WIPO)	World Intellectual Property

অধ্যায় ১

ভূমিকা

উদ্ভাবন এবং মেধাসম্পদ অধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন হচ্ছে একটি কার্যকর হাতিয়ার যার মাধ্যমে সৃজনশীল এবং উদ্ভাবন প্রতিভার দ্বার উন্মুক্ত হয়। একই সাথে এটি সৃজনশীল সক্ষমতার কার্যকর ব্যবহারের জন্য প্রতিশ্রুতিশীল ব্যক্তিদের নতুন উদ্ভাবনী কাজে উদ্বুদ্ধ এবং আকৃষ্ট করে। এটি সুস্থ প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করে এবং দেশকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। বর্তমান জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে মেধাসম্পদের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে, যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ নয় বরং জ্ঞানভিত্তিক সম্পদকে টেকসই প্রবৃদ্ধির প্রাথমিক উৎস বলে বিবেচনা করা হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশের এলডিসি (Least-Developed Country) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে এসডিজি (Sustainable Development Goals) বাস্তবায়ন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তর এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে প্রবেশের বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্য অর্জনে মেধাসম্পদের সুরক্ষা ও উন্নয়নকে অন্যতম একটি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার মনে করে যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কৌশলসহ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় যে রূপকল্প এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা কার্যকরভাবে অর্জন করার জন্য মেধাসম্পদের ব্যবহার অপরিহার্য।

বাংলাদেশে মেধাসম্পদ আইন রয়েছে এবং সেগুলো প্রয়োগ করার জন্য প্রশাসনিক ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো রয়েছে। উদ্ভাবনী ও সৃষ্টিশীল কাজকে আনুকূল্য ও সুরক্ষা প্রদানের জন্য অধিকতর কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দেশের উন্নয়নে এ বিষয়টি এখন পর্যন্ত যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেনি। সম্ভবতঃ এর একটি কারণ হচ্ছে একটি জাতীয় মেধাসম্পদ নীতিমালার অভাব। এ ধরনের একটি নীতিমালা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কৌশলসমূহের সাথে মেধাসম্পদের সমন্বয় ঘটাতে পারে। সরকার জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে অর্থবহ অবদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

'জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮' প্রণয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কৌশল, আইন ও বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ বিবেচনায় আনা হয়েছে। বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা (WIPO) এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন এ নীতিমালা প্রণয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে। নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং সৃজনশীলতার উন্নয়ন ও সুরক্ষা, যথাযথ ও ভারসাম্যপূর্ণ মেধাসম্পদ অবকাঠামো গঠন, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে অধিকতর সংহতি এবং জাতীয় মেধাসম্পদের সাথে আন্তর্জাতিক মেধাসম্পদ ব্যবস্থার সম্পর্ক স্থাপনে একটি শক্তিশালী কাঠামো হিসেবে এ নীতিমালা ব্যবহৃত হবে।

জাতীয় উদ্ভাবন এবং মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮ এর প্রাধান্য

পরবর্তী উদ্ভাবন এবং মেধাসম্পদ নীতিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত 'জাতীয় উদ্ভাবন এবং মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮' এর কার্যকারিতা অব্যাহত থাকবে। তবে এই নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (পরিশিষ্ট-১) প্রয়োজনে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা যাবে।

অধ্যায় ২

১. ভিশন

ভিশন ২০২১ এবং ভিশন ২০৪১ এর আলোকে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্ভাবনী দেশে রূপান্তর এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে মেধাসম্পদের ব্যবহার।

২. মিশন

দেশে উন্নয়নমুখি ও মেধাসম্পদের সাথে সংশ্লিষ্টদের অনুকূল ও ভারসাম্যপূর্ণ একটি মেধাসম্পদ অবকাঠামো স্থাপন এবং ২০১৮-২০২৮ কে উদ্ভাবনী দশক ঘোষণার মাধ্যমে মেধাসম্পদকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহের অপরিহার্য অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

৩. উদ্দেশ্য

ক) পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট, ট্রেড সিক্রেট, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য, লে-আউট ডিজাইন, ইউটিলিটি মডেল, উদ্ভিদ বৈচিত্র্য ইত্যাদি মেধাসম্পদের বিষয়সমূহের উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট ভিশন তৈরি করা। একইসাথে এ বিষয়গুলোকে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কৌশলসমূহে অন্তর্ভুক্তকরণ;

খ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে বাজারভিত্তিক পদ্ধতি প্রচলনের মাধ্যমে উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত ও উন্নীত করা এবং মেধাসম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

গ) দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা অর্জন, সেবার মানোন্নয়ন, মেধাসম্পদের সুরক্ষা ও মেধাসম্পদের অধিকার প্রয়োগের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে মেধাসম্পদ প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্গঠন ও শক্তিশালীকরণ;

ঘ) বৈদেশিক বিনিয়োগ, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য উদ্ভাবনের সাথে সম্পর্কিত এসডিজিতে সন্নিবেশিত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;

ঙ) দেশের জনগণকে মেধাসম্পদ সম্পর্কে অধিকতর অবহিত, সচেতন ও দক্ষ করা;

চ) বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীন Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) এর উদ্ভাবনী ও প্রযুক্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত compliance বিষয়ে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি যথাযথ, পর্যাপ্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভারসাম্যপূর্ণ মেধাসম্পদ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা;

ছ) মেধাসম্পদ সম্পর্কিত বিষয়গুলোর উন্নয়ন ও সুরক্ষা প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য ব্যাপকভাবে সকল ট্রেডবডি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী সমিতি ও সংগঠন, বিনিয়োগকারী, উদ্ভাবক, গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী প্রতিষ্ঠানসহ সকল অংশীজনকে একসাথে সমন্বিত করে দেশ ও জনগণের উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;

জ) মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও কাঠামো সংস্কার এবং এর পুনঃগঠনের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান;

ঝ) জাতীয় উদ্ভাবনী ইকো-সিস্টেম এবং বাজারের মধ্যে একটি যথাযথ, ভারসাম্যপূর্ণ ও অর্থবহ সংযোগ স্থাপন এবং তা শক্তিশালী করা;

ঞ) জাতীয় ও বিশ্ব মেধাসম্পদ প্রক্রিয়ার মধ্যে অর্থপূর্ণ সমন্বয় এবং তা সহজতর করার উদ্দেশ্যে দক্ষতা অর্জন;

ট) মেধাসম্পদ সম্পর্কিত বিষয়গুলোর উপর দক্ষতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা অর্জন এবং অংশীজনদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য জাতীয় মেধাসম্পদ প্রতিষ্ঠান এবং সহযোগী দেশসমূহের মেধাসম্পদ বিষয়ক দপ্তর, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতা ও সহায়তা লাভের কার্যকর উপায় এবং পন্থা নির্ধারণ;

ঠ) মেধাসম্পদ বিষয়ে পেশাজীবী, গবেষক ও উদ্ভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে বিশ্ব তথ্যভান্ডার এবং কৌশলগত তথ্য বিশেষ করে বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশ সহজতর করার সুযোগ তৈরি করা।

অধ্যায় ৩

কর্মপন্থা নির্দেশক নীতি (Policy Guiding Principles)

কৌশল

ক) উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা চর্চার সংস্কৃতি সৃষ্টি, মেধাসম্পদ পদ্ধতি ব্যবহার এবং মেধাসম্পদ অধিকারের যথাযথ মূল্যায়ন ও এর প্রতি অঙ্গীকার এবং গুরুত্ব প্রদান করা হবে;

খ) উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮ কে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশলের সাথে সমন্বিত করা হবে;

গ) একটি অংশীজনবান্ধব, ভারসাম্যপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশাসনিক, নিয়ন্ত্রণমূলক এবং আইনগত মেধাসম্পদ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা, যা জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, উন্নয়ন চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে;

ঘ) মেধাসম্পদের সাথে সকল অংশীজনের ক্ষমতায়নের জন্য তাদের মেধাসম্পদ ব্যবস্থায় প্রবেশ এবং এর সমন্বয়সাধন নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে মেধাসম্পদ অধিকারের সুরক্ষা, বিকাশ, প্রয়োগ, ব্যবস্থাপনা এবং এর সর্বোচ্চ বাণিজ্যিক ব্যবহার করতে পারে;

ঙ) বিদ্যমান সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক উদ্ভাবনের জন্য চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ অধিকারের প্রসার নিশ্চিত করা;

চ) এসডিজি ও মেধাসম্পদ নীতি বাস্তবায়নের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করা এবং জাতীয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় এর সকল উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা।

অধ্যায় ৪

লক্ষ্য এবং কৌশলসমূহ

লক্ষ্য ১ঃ মেধাসম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা উৎসাহিতকরণ

<u>কৌশল</u>

১) সাধারণ জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মেধাসম্পদ অধিকারের গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য 'মেধাসম্পদ ও উদ্ভাবন' এর উপর লক্ষ্যভিত্তিক ও ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ;

২) উদ্ভাবন, সৃজনশীলতা, উদ্যোক্তাদের যোগ্যতা ও প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (FBCCI), বাণিজ্য সংগঠন, এসোসিয়েশন, পেশাজীবী সংগঠন, গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী ফোরাম, উদ্ভাবনকারী সংস্থা, পরীক্ষাগার, সফটওয়ার নির্মাতা, লেখক ও প্রকাশক সংস্থা, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, সুরকার, চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রযুক্তি হস্তান্তরকারী প্রতিষ্ঠান, টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন সাপোর্ট সেন্টার (TISC) এবং সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের সকলকে মেধাসম্পদ অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচার কাজে অন্তর্ভুক্ত করা;

৩) সকল সরকারি ও বেসরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ কোর্স চালু করা। জাতীয় শিক্ষানীতির অংশ হিসেবে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকে মেধাসম্পদ সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে মেধাসম্পদ অধিকার বিষয়ে জ্ঞান ও শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪) অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার প্রসার, উন্নয়ন, বাণিজ্যিকীকরণ ও সুরক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিশ্ব মেধা সংস্থার সহায়তায় স্থাপিত দুটো টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন সাপোর্ট সেন্টার (TISC) সক্রিয় করা (একটি শিল্প মন্ত্রণালয়ে এবং অপরটি ঢাকা চেম্বার অব কমার্সে);

৫) সকল শ্রেণির উদ্ভাবক, গবেষক এবং পেশাজীবীদের প্রয়োজনীয় কৌশলগত তথ্য সংগ্রহের জন্য সর্বনিম্ন আর্থিক সংশ্লেষে বিশ্ব মেধা সংস্থার (WIPO) তথ্যভান্ডার ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা;

৬) মেধাসম্পদ সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ সহজিকরণের জন্য বর্তমানে প্রচলিত মেধাসম্পদ আইনসমূহের উপর ভিত্তি করে কার্যকর যোগাযোগ উপকরণ প্রস্তুতকরণ;

৭) বেসরকারি পর্যায়ে অধিক সংখ্যক টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন সাপোর্ট সেন্টার (TISC), টেকনোলজি ট্রান্সফার অফিস (TTO), গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহ প্রদান। একইসাথে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্ভাবনী কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ;

৮) মেধাসম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল সংবাদ ও ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে মেধাসম্পদ সম্পর্কিত ধারণা দেশের বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৯) মেধাসম্পদ বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে Promotional Materials বাংলা ভাষায় প্রস্তুত করার জন্য উৎসাহিত করা এবং সেগুলো অংশীজন, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহে বিতরণ;

১০) মেধাসম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ। ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাহক হিসেবে মেধাসম্পদকে স্বীকৃতি প্রদান।

লক্ষ্য ২ঃ মেধাসম্পদ অধিকার ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণ

<u>কৌশল</u>

১) মেধাসম্পদের উন্নয়ন, সুরক্ষা, বাণিজ্যিকীকরণ, মূল্যমান নির্ধারণ (IP valuation) এবং আইনি প্রয়োগের সাথে জড়িত মেধাসম্পদ অফিসগুলোর (DPDT এবং Bangladesh Copyright Office) মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহার, দক্ষতা উন্নয়ন, সামর্থ্য বৃদ্ধি ও তাদের সাপোর্ট মেকানিজমের মাধ্যমে উন্নত ও শক্তিশালী মেধাসম্পদ কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রয়োগ;

২) বর্তমানে বিদ্যমান মেধাসম্পদ সম্পর্কিত অফিসগুলোতে (পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস) স্বয়ংক্রিয় ও ই-সার্ভিস পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে অফিসগুলোর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সেবার মান উন্নয়ন করা;

৩) মেধাসম্পদের উপর একটি জাতীয় মেধাসম্পদ প্রতিষ্ঠান (NIIP) স্থাপন করা, যা মেধাসম্পদ পেশাজীবী গড়ে তোলার একটি স্থায়ী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। এ সকল পেশাজীবীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে শিক্ষিত যুবক, আইনজীবী, সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তা। তারা পরস্পরের মধ্যে মেধাসম্পদ অধিকার সম্পর্কিত দক্ষতা, গবেষণা ও জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে সামগ্রিক মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সেবার মানোন্নয়ন করবে। যথাযথ সময়ে বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক মেধাসম্পদ ইন্সটিটিউট (RIIP) প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও বিবেচনা করা;

৪) সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন এবং একইসাথে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা ও জোরদার করা এবং উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতাকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে মেধাসম্পদ ব্যবহার করা।

লক্ষ্য ৩ঃ মেধাসম্পদ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সুবিধা অর্জন

<u>কৌশল</u>

১) মেধাসম্পদ সৃষ্টি, সুরক্ষা, বাণিজ্যিকীকরণ এবং মূল্যমান নির্ধারণ (IP valuation) এর সাথে সংযুক্ত প্রধান সংস্থাসমূহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ;

২) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা, উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী কেন্দ্রের মাধ্যমে মেধাসম্পদ সম্পর্কিত শিক্ষার প্রসার ঘটানো;

৩) উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণের উদ্দেশ্যে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও যোগাযোগ সহজতর করা;

৪) উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা বিকাশের উদ্দেশ্যে দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য পেটেন্ট, ডিজাইন, কপিরাইটস ট্রেডমার্কস, উদ্ভাবনী গবেষণার ফলাফল, বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন, পরিবেশ, মেধাসম্পদ বাণিজ্যিকীকরণ

ইত্যাদিসহ মেধাসম্পদের সাথে সম্পর্কিত সকল ধরনের আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিগত তথ্য বিশ্ব মেধাসংস্থা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহের জন্য তাদের তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশ এবং এর ব্যবহারে উৎসাহিত এবং সহযোগিতা প্রদান করা;

৫) দেশে টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন সাপোর্ট সেন্টার (TISC), টেকনোলজি ট্রান্সফার অফিস (TTOs), উদ্ভাবনী প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগার স্থাপন, উন্নয়ন এবং শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে বিশেষ করে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ও উন্নয়ন সংগঠন, চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এবং শিল্পভিত্তিক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কাজ উন্নত ও সহজতর করা;

৬) সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সকল মেধাসম্পদ প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা, উদ্ভাবনী প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার ও কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে তরুণদের মাঝে উদ্ভাবনী মনোভাব বা সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য জাতীয় কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গ্রহণ;

৭) মেধাসম্পদ অধিকার প্রয়োগ করে বাজারে একটি প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান লাভে সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে স্টার্ট-আপস, ব্র্যান্ডিং এবং উদ্ভাবনী উদ্যোক্তাদের উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান;

৮) উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায় থেকে শেষ পর্যন্ত উদ্ভাবককে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান অথবা তার আর্থিক সুবিধা লাভের সুযোগের ব্যবস্থা করা;

৯) দেশীয় উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার উন্নয়ন, সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও বাণিজ্যিকীকরণের জন্য একটি জাতীয় উদ্ভাবন তহবিল গঠন এবং এর ব্যবস্থাপনা;

১০) চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অফিসে মেধাসম্পদ সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র এবং ঐতিহ্যগত জ্ঞান (Traditional Knowledge) এর ক্ষেত্রে পেশাজীবী মেধাসম্পদ এসোসিয়েশন গঠন, যেখানে সদস্যদের মেধাসম্পদ সম্পর্কে সচেতন করার কাজে সরকার ও পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যগণ মূল ভূমিকা পালন করবে;

১১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, সৃজনশীলতা এবং সার্বিকভাবে দেশের উদ্ভাবনী ইকো-সিস্টেম উন্নয়নের জন্য জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান রাখা;

১২) সরকার কর্তৃক পৃথকভাবে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে এবং একইসাথে ব্যক্তি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সহায়ক পদ্ধতির মাধ্যমে মেধাসম্পদ সম্পর্কিত সহায়তা প্রদান করা;

১৩) মেধাসম্পদ অধিকারকে ব্যবসায়িক উন্নতির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের জন্য মেধাসম্পদ অফিস, প্রতিষ্ঠান, এসোসিয়েশন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সময় ও লক্ষ্যভিত্তিক প্রচার কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ। বিশেষ করে সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, ডিভিডি, গ্রাফিক্স, তথ্য প্রযুক্তি-নির্ভর সেবাসমূহ, সফটওয়ার এবং আর্থিক সেবাসমূহের ব্যবসার ক্ষেত্রে মেধাসম্পদ অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৪) সৃজনশীল শিল্পসমূহের অপব্যবহার রোধকরণে বিশেষ করে স্বত্বের পাইরেসি (যেমন চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, মিডিয়া হাউজ, চিত্রকর্ম ইত্যাদি) বিরুদ্ধে প্রশাসনিক এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মেধাসম্পদ সুরক্ষায় সহায়তা প্রদান;

১৫) সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা ও স্বার্থ রক্ষার জন্য Collective Management Organisation (CMO) এবং Technology Transfer Office (TTO) প্রতিষ্ঠায় সরকার কর্তৃক সহায়তা প্রদান;

১৬) মেধাসম্পদ উন্নয়ন ও সুরক্ষার স্বার্থে সরকার এবং শিক্ষায়তন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প সংগঠনের মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা;

১৭) উদ্ভাবন, সৃজনশীলতা এবং গবেষণা ও উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক এবং সরকারি সহায়তা নিশ্চিত করা;

১৮) স্থানীয় বৈজ্ঞানিকগণকে প্রযুক্তি স্থানান্তরসহ মেধাসম্পদ অধিকার সুরক্ষা, গবেষণার ফলাফল বাণিজ্যিকীকরণ, গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন এবং বৈদেশিক অংশীদারদের সাথে কার্যকর সংযোগ স্থাপন সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করে তোলা;

১৯) স্থানীয় বৈজ্ঞানিক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মেধাসম্পদ অফিসের মাধ্যমে তাদের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনসমূহ বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান দ্বারা স্থানীয় গবেষকদের সামর্থ্য সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য স্থানীয় গবেষকদের সাথে বিদেশি এবং স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান;

২০) সরকারি পর্যায়ে যেমন কৃষি, স্বাস্থ্য, মৎস্য ও পশুসম্পদ, তথ্য, আইসিটি, টেলিকমিউনিকেশন, পাট ও বস্ত্র, শিক্ষা, পরিবেশ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত অফিস/বিভাগসমূহে উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল কার্যক্রম গ্রহণ এবং এগুলোর বাণিজ্যিকীকরণ। মেধাসম্পদের মূল্যমান নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য মেধাসম্পদ অফিস ও উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে একটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা। পাশাপাশি উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ রাখা।

লক্ষ্য ৪ঃ আইনগত কাঠামো শক্তিশালীকরণ

<u>কৌশল</u>

১) সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবন কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদান, প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিতকরণ এবং এর পাশাপাশি ন্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি, অংশীজনদের স্বার্থের ভারসাম্য স্থাপন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে জাতীয় মেধাসম্পদ সম্পর্কিত বর্তমান আইন ও বিধিসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধন আনয়ন করা;

২) মেধাসম্পদ সম্পর্কিত আইন, বিধি-বিধান সংস্কার ও যুগোপযোগীকরণ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মেধাসম্পদ অফিস, শিল্প মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় এবং আইন কমিশনের মধ্যে একটি কার্যকর সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা;

৩) মেধাসম্পদ আইনসমূহের আধুনিকীকরণের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয় পর্যালোচনা করার জন্য মেধাসম্পদ অফিস ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি জাতীয় মাল্টি-স্টেকহোল্ডার কলসাল্টেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;

৪) বিদ্যমান মেধাসম্পদ আইনসমূহের সীমাবদ্ধতা, বৈসাদৃশ্যতা, জরুরিভিত্তিতে সংশোধনযোগ্য বিষয় চিহ্নিতকরণ। মেধাসম্পদ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি পর্যালোচনা এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সে চুক্তিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য একটি স্থায়ী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;

৫) মেধাসম্পদ আইন ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসব আইনের অবদান ও প্রভাব পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করা।

লক্ষ্য ৫ঃ মেধাসম্পদ অধিকারের গুরুত্ব প্রচারণা

<u>কৌশল</u>

১) পুলিশ, আইনবিভাগ, শুল্ক কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, কৃষিবিদসহ মেধাসম্পদের সাথে সম্পৃক্ত সকলের জন্য একটি কার্যকর সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও ব্যবসায়িক প্রণোদনা পদ্ধতি চালু করা;

২) মেধাসম্পদের সাথে সম্পৃক্ত সকলের কল্যাণার্থে প্রশাসন, পুলিশ, আইনবিভাগ, শুল্ক, ট্রেডবডি, CMO, TISC/TTO, আইনী প্রতিষ্ঠান, মেধাসম্পদ এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা, যাতে তাদের মধ্যে মেধাসম্পদ ও মেধাস্বত্ব ব্যবস্থাপনা, সুরক্ষা ও সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে উঠে;

৩) যথাযথ আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক সহায়তার মাধ্যমে মেধাসম্পদ অধিকারসমূহের প্রয়োগ নিশ্চিত করা;

৪) একটি স্থায়ী আইন প্রয়োগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য মেধাসম্পদ অফিস এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন;

৫) প্রশাসন, পুলিশ, বিচার এবং শুল্ক বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থার প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সকল স্তরের কর্মকর্তাকে মেধাসম্পদ সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা;

৬) উচ্চ আদালতে স্বতন্ত্র মেধাসম্পদ অধিকার আদালত স্থাপন;

৭) মেধাসম্পদ অফিস, আইনজীবী এবং আদালতের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য কার্যকর পন্থা উদ্ভাবন করা। আইনজীবী এবং আদালতকে মেধাসম্পদ সম্পর্কিত আইনগত সমস্যাসমূহ সমাধানে মেধাসম্পদ বিষয়ক জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে সমানভাবে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা;

৮) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক চালুকৃত এন্টি-পাইরেসি টাস্ক-ফোর্স এর কার্যক্রমকে আরো সচল করা। পেটেন্ট, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্কস আইন সফলভাবে প্রয়োগের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি টাস্ক-ফোর্স গঠন করা।

লক্ষ্য ৬ঃ ঐতিহ্যগত জ্ঞান, ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ও জেনেটিক রিসোর্সের সুরক্ষা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

<u>কৌশল</u>

১) ঐতিহ্যগত জ্ঞান (Traditional Knowledge-TK) এবং ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি (Traditional Cultural Expressions- TCE) সুরক্ষার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন এবং এগুলোর ব্যবহার থেকে লব্ধ আয়ের সম অংশীদারিত্ব সহজতর করা;

২) ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি সুরক্ষার লক্ষ্যে নতুন পরিপূরক আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিদ্যমান মেধাসম্পদ আইনগুলোর পর্যালোচনা;

৩) ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি এবং জেনেটিক রিসোর্সের জন্য তথ্যভাণ্ডার স্থাপন, তথ্য চিহ্নিতকরণ, সংগ্রহ, যাচাই ও সংরক্ষণ। ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির সফল বাণিজ্যিকীকরণের জন্য একটি কার্যকর তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন;

৪) ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি এবং জেনেটিক রিসোর্সের তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশ ও ব্যবহার এবং এর নিয়ন্ত্রণের জন্য লোকসংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান/জাদুঘরসমূহের অধীনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৫) লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য, লোক ঐতিহ্য ও প্রথা সংগ্রহ এবং প্রচারের জন্য লোকসংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানকে প্রশাসনিক, আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান;

৬) ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি এবং জেনেটিক রিসোর্স বিষয়ক সাহিত্য, দলিলপত্র, প্রমাণাদি বা নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ। মেধাসম্পদ এসোসিয়েশন গঠনের মাধ্যমে এসব মূল্যবান সম্পদসমূহের কার্যকর বাণিজ্যিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭) বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ভাবমূর্তি বিশ্বসম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে অন্যান্য দেশের সাথে নিবিড় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রাতিষ্ঠানিক পন্থা প্রতিষ্ঠা;

৮) মেধাসম্পদ এসোসিয়েশন ও Collective Management Organisation এর মাধ্যমে ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি এবং জেনেটিক রির্সোসে অধিকারীগণকে তাদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, যার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠীকে নিজেদের পরিচিতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন করতে সক্ষম হবে। একইসাথে অর্থনৈতিক সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে তাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান, ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক প্রকাশ এবং জেনেটিক রিসোর্সেস সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্যিকীকরণে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

৯) লোক ঐতিহ্য, লোকসাহিত্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য লোকসংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপন। নির্ধারিত দায়িত্বের বাইরে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিকে আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান;

১০) মেধাসম্পদ অফিস, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি, বস্ত্র ও পাট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, তথ্য প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের অধীন দপ্তরসমূহের সহযোগিতায় ঐতিহ্যগত জ্ঞান চিহ্নিতকরণ, এসবের প্রতিরক্ষা এবং তা বলবৎকরণের জন্যে একটি কার্যকরী পন্থা প্রতিষ্ঠা। কপিরাইট, ইউটিলিটি মডেল, সফটওয়ার, অ্যাপস, গবেষণার ফলাফল, জেনেটিক রিসোর্স এবং ইনডিজেনাস প্ল্যান্ট ভেরাইটিস ইত্যাদির মাধ্যমে মেধাসম্পদ অধিকারের সুবিধা লাভ করা।

অধ্যায় ৫

জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮ এর বাস্তবায়ন

ক) বাস্তবায়নের সময়সীমা

'জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮' অনুমোদনের তারিখ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এটি বাস্তবায়িত হবে। নীতিমালাটির কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে এবং নতুন উন্নয়ন ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সময়ে সময়ে এ নীতিমালা সংশোধন করা যাবে।

খ) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

১. জাতীয় পর্যায়ে উদ্ভাবন এবং মেধাসম্পদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য একটি জাতীয় কাউন্সিল থাকবে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরের উন্নয়নে সেক্টরাল কমিটি থাকবে। কমিটিসমূহ নিম্নরূপঃ

১.১ একটি 'জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ কাউন্সিল' গঠন করা হবে।

১.২ প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরের জন্য একটি 'সেক্টরাল উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ কমিটি' গঠন করা হবে।

১.৩ 'জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ কাউন্সিল' গঠিত হবে শিল্প মন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং এর গঠন হবে নিম্নরূপঃ

১	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
৩	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
৭	সচিব, সুরক্ষা বিভাগ	সদস্য
৮	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৯	সচিব, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
১০	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	সদস্য

১৩	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
১৪	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	সদস্য
১৫	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৮	সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	সদস্য
১৯	সচিব, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	সদস্য
২০	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	সদস্য
২১	সচিব, তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
২২	চেয়ারম্যান, ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
২৩	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট	সদস্য
২৪	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ এক্রেডিটেশন বোর্ড	সদস্য
২৫	রেজিস্ট্রার, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	সদস্য
২৬	রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস	সদস্য
২৭	রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
২৮	চেয়ারম্যান, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
২৯	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (বিসিএসআইআর)	সদস্য
৩০	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এটমিক এনার্জি কমিশন	সদস্য
৩১	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	সদস্য
৩২	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ কাউন্সিল (BARC)	সদস্য
৩৩	সচিব, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	সদস্য
৩৪	সভাপতি, বাংলাদেশ ফেডারেশন অব চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
৩৫	সভাপতি, ঢাকা চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
৩৬	সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস	সদস্য

৩৭	সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ	সদস্য
৩৮	সভাপতি, ইনভেনটরস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ	সদস্য
৩৯	সভাপতি, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	সদস্য
৪০	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ	সদস্য-সচিব

কাউন্সিল তার প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

১.৪ জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ কাউন্সিলের দায়িত্ব

১.৪.১ উক্ত কাউন্সিল সরকারের উন্নয়ন নীতিমালার সাথে জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালার সাযুজ্য রক্ষা ও মেধাসম্পদ কার্যক্রমকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে দায়িত্ব পালন করবে। এটি জাতীয় পর্যায়ে মেধাসম্পদ সম্পর্কিত বিষয়গুলোর মধ্যে সার্বিক সমন্বয় সাধন করবে;

১.৪.২ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ নীতিমালার প্রভাব পর্যবেক্ষণ করবে;

১.৪.৩ কাউন্সিল নির্দিষ্ট সময় অন্তর 'জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮' পর্যলোচনা করবে এবং জাতীয় উন্নয়নের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এটিকে হালনাগাদকরণে পরামর্শ প্রদান করবে;

১.৪.৪ কাউন্সিল বছরে কমপক্ষে দুটি সভা করবে।

১.৫ সেক্টরাল উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ কমিটি

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রয়োজন অনুসারে যে কোন বিশেষ সেক্টরের জন্য সেক্টরাল উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ কমিটি গঠন করতে পারবে।

গ) নীতিমালা প্রচার/প্রসার

১) 'জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮' এর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মেধাসম্পদের বিষয়টিকে গতিশীল ও জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে সরকার ২০১৮-২০২৮কে 'উদ্ভাবন দশক' হিসেবে ঘোষণা করার বিষয়টি বিবেচনা করবে;

২) সরকার একটি বিস্তৃত ম্যাপিং কার্যক্রম গ্রহণসহ বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়ন নীতিমালাগুলো চিহ্নিত করবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মেধাসম্পদ বিষয়গুলোর মধ্যে জটিলতা রয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মেধাসম্পদ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে তা পর্যবেক্ষণ করে পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণ করবে;

৩) সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতরে প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক উদ্ভাবনের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করা হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ অধিকারের প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে;

৪) মেধাসম্পদ অফিসসমূহ এ নীতিমালা এবং কৌশলের প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করবে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে এবং মেধাসম্পদের তাৎপর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে এটি অব্যাহত রাখবে।

৫) মেধাসম্পদের কার্যকর ব্যবহারকারী, মেধাসম্পদের স্বত্বাধিকারী, সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং সাধারণ জনগণসহ মেধাসম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এ নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত ও সক্রিয় করার জন্য সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় মেধাসম্পদ অফিসগুলো একটি বিস্তৃত প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

ঘ) সম্পদ সন্নিবেশকরণ

১) নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হবে;

২) সফলভাবে এ নীতিমালা বাস্তবায়নের রোডম্যাপ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগানোর উৎস চিহ্নিত করে যথাযথ কৌশল নির্ধারণ করা হবে;

৩) সরকারি তহবিল ব্যতীত অন্যান্য উৎস যথাক্রমে উন্নয়ন অংশীদার দেশসমূহ, দাতা সংস্থা, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক মেধাসম্পদ সংগঠনসমূহ এবং বেসরকারি খাতের সংগঠনসমূহ ইত্যাদি থেকেও অর্থ সংকুলান করা যাবে।

ঙ) জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮ এর পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা

১) 'জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮' এ সন্নিবেশিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে;

২) এ নীতিমালা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের মূল কর্তৃপক্ষ হচ্ছে জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ কাউন্সিল। কাউন্সিল নীতিমালার বাস্তবায়ন তদারকী এবং এর প্রভাব মূল্যায়নে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে;

৩) কাউন্সিল এ নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং এর প্রভাব পর্যবেক্ষণের জন্য পন্থাসমূহ নির্ধারণ করবে। মেধাসম্পদ অফিসসমূহ কর্তৃক পেশকৃত নীতিমালা বাস্তবায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা পন্থাসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

৪) মেধাম্পদ অফিসগুলোর দায়িত্ব হবে মেধাম্পদ সংশ্লিষ্ট তথ্যভাণ্ডার তৈরি, তথ্য বিশ্লেষণ, বর্তমান নীতিমালা বাস্তবায়ন ও এর প্রভাবের উপর গবেষণা বা অধ্যয়নের উদ্যোগ গ্রহণ এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাউন্সিলের কাছে প্রতিবেদন প্রদান করা;

৫) বর্তমান 'জাতীয় উদ্ভাবন এবং মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮' এর বাস্তবায়ন এবং এর প্রভাব পাঁচ বছর অন্তর স্বতন্ত্র পরামর্শক দ্বারা মূল্যায়িত হবে। তবে প্রয়োজন হলে যে কোন সময়ে এ নীতিমালার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও এর প্রভাব মূল্যায়ন করা যাবে।

পরিশিষ্ট-১

জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮ বাস্তবায়নের জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	বিষয়	লক্ষ্য এবং কৌশল	কার্যক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মেয়াদ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সংস্থা
১	মেধাসম্পদ অধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা কার্যক্রম	লক্ষ্য-১ কৌশল-১	ক) মেধাসম্পদ ও উদ্ভাবনের উপর লক্ষ্য ভিত্তিক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ খ) দেশব্যাপী ম্যাপিং কার্যক্রম গ্রহণ গ) মেধাসম্পদ সম্পর্কিত পেশাভিত্তিক এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা	ডিপিডিটি/বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস	২০১৮–২০২৩ সাল পর্যন্ত	শিল্প মন্ত্রণালয়/ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২	মেধাসম্পদ অফিসসমূহে অটোমেশন	লক্ষ্য-২ কৌশল-২	ক) ডিপার্টমেন্ট অব পেটেন্ট, ডিজাইন এন্ড ট্রেডমার্কস্ (DPDT) এর সম্পূর্ণ অটোমেশন খ) বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের সম্পূর্ণ অটোমেশন খ) মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ	ডিপিডিটি/বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস	২০১৯–২০২৩ সাল পর্যন্ত	শিল্প মন্ত্রণালয়/শ্রম ও কর্মসংস্থান বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩	স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাসম্পদ কোর্স চালু	লক্ষ্য-১ কৌশল-৩	জাতীয় পাঠ্যক্রম ও বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকে মেধাসম্পদ সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	২০১৯–২০২৩ সাল পর্যন্ত	শিক্ষা মন্ত্রণালয়/শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক্রমিক	বিষয়	লক্ষ্য এবং কৌশল	কার্যক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মেয়াদ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সংস্থা
৪	TISC-কে অধিকতর কার্যকর	লক্ষ্য-১ কৌশল-৪	ডিপিডিটিতে TISC চালু এবং ঢাকা চেম্বারস এর TISC কে আরো কার্যকরকরণ	ডিপিডিটি/চেম্বারস/ বিশ্ববিদ্যালয়/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২০১৮–২০২০ সাল পর্যন্ত	শিল্প মন্ত্রণালয়/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫	মেধাসম্পদজনিত আউটরিচ (Outreach) প্রোগ্রাম চালু	লক্ষ্য-১ কৌশল-৬	ক) মেধাসম্পদ সম্পর্কিত তথ্য ও জ্ঞান সহজিকরণের জন্য কার্যকর ও প্রচারণাবহুল পুস্তিকা/ব্রশিউর প্রস্তুত এবং বিতরণ খ) দেশের সকল জেলা শহরে এ বিষয়ে সেমিনার আয়োজন	ডিপিডিটি/বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস/ চেম্বারস/এসোসিয়েশন	২০১৮–২০২৩ সাল পর্যন্ত	শিল্প মন্ত্রণালয়/শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৬	সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্ভাবনী কেন্দ্র স্থাপন	লক্ষ্য-১ কৌশল-৭	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উদ্ভাবনী কেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা করা	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২০১৮–২০২১ সাল পর্যন্ত	শিল্প মন্ত্রণালয়/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৭	আইপি অফিসসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস এবং জনবল ও দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম	লক্ষ্য-২ কৌশল-১	ক) IP অফিসসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস খ) IP অফিসসমূহের মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান	ডিপিডিটি/বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস	২০১৮–২০২৩ সাল পর্যন্ত	শিল্প মন্ত্রণালয়/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

ক্রমিক	বিষয়	লক্ষ্য এবং কৌশল	কার্যক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মেয়াদ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সংস্থা
৮	বিদ্যমান আইপি অফিসসমূহে স্বয়ংক্রিয় ই-সার্ভিস চালু	লক্ষ্য-২ কৌশল-২	IP অফিসসমূহের কাজের মান বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং সেবার মান উন্নয়ন	ডিপিডিটি/বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস	২০১৯–২০২৩ সাল পর্যন্ত	শিল্প মন্ত্রণালয়/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৯	National IP Training Institution প্রতিষ্ঠা	লক্ষ্য-২ কৌশল-৩	মেধাসম্পদ ও উদ্ভাবন বিষয়ক দক্ষতা, গবেষণা এবং জ্ঞান বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ	শিল্প মন্ত্রণালয়/ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/ অর্থ বিভাগ/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২০১৯–২০২১ সাল পর্যন্ত	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
১০	মেধাসম্পদ বিষয়ে শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি	লক্ষ্য-৩ কৌশল-১৮	উদ্ভাবন ও উদ্ভাবিত পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ এবং গবেষণা ও অর্থায়নে সহায়তা, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপন	শিল্প মন্ত্রণালয়/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২০১৮–২০২১ সাল পর্যন্ত	শিক্ষা মন্ত্রণালয়/বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
১১	মেধাসম্পদ কৃষ্টির প্রসার	লক্ষ্য-৩ কৌশল-১, ২	মেধাসম্পদ সৃষ্টি, বাণিজ্যিকীকরণ, মূল্যমান নির্ধারণ এবং শিক্ষার প্রসার ঘটানো	শিল্প মন্ত্রণালয়/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২০১৯–২০২১ সাল পর্যন্ত	শিক্ষা মন্ত্রণালয়/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
১২	মেধাসম্পদ ফান্ড গঠন	লক্ষ্য-৩ কৌশল-৯, ১১, ১২	ক) বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, সৃজনশীলতা এবং মেধাসম্পদ ইকো সিস্টেম গড়ে তোলা খ) এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বাজেট সংস্থান করা	শিল্প মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২০১৯–২০২৮ সাল পর্যন্ত	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ক্রমিক	বিষয়	লক্ষ্য এবং কৌশল	কার্যক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মেয়াদ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সংস্থা
১৩	আইপি ফেসিলিটেশন কেন্দ্র স্থাপন	লক্ষ্য-৩ কৌশল- ১০	দেশের সকল চেম্বারস অব কর্মাস- এ মেধাসম্পদ সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন	ডিপিডিটি/বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস/ চেম্বারস/এসোসিয়েশন	২০১৮–২০২৮ সাল পর্যন্ত	শিল্প মন্ত্রণালয়/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৪	উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ সুরক্ষায় CMO ও TTO অফিস স্থাপন	লক্ষ্য-৩ কৌশল- ১৫	সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা ও স্বার্থ সংরক্ষণে CMO ও TTO অফিস স্থাপনে সহায়তা প্রদান	শিল্প মন্ত্রণালয়/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২০১৯–২০২৩ সাল পর্যন্ত	ডিপিডিটি/শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
১৫	প্রযুক্তি উদ্ভাবনসমূহের বাজারজাতকরণে সহায়তা	লক্ষ্য-৩ কৌশল- ১৯	স্থানীয় বৈজ্ঞানিক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মেধাসম্পদ অফিসের মাধ্যমে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বিদেশি কোম্পানির সাথে যোগাযোগ স্থাপন	ডিপিডিটি/ বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস/চেম্বারস/ এসোসিয়েশন/ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান	২০১৯–২০২২ সাল পর্যন্ত	শিল্প মন্ত্রণালয়/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৬	মেধাসম্পদ আইন ও বিধি যুগোপযোগীকরণে নিয়মিত ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন	লক্ষ্য-৪ কৌশল- ১/৩	ক) সুস্থ প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি, অংশীজনদের স্বার্থের ভারসাম্য স্থাপন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে জাতীয় মেধাসম্পদ সম্পর্কিত বর্তমান আইন এবং বিধি-বিধান পর্যালোচনা খ) এতদুদ্দেশ্যে আইন এবং বিধি-বিধানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধনের লক্ষ্যে ওয়ার্কশপ/ সেমিনার আয়োজন	শিল্প মন্ত্রণালয়/ডিপিডিটি/ বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস	২০১৯–২০২৩ সাল পর্যন্ত	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ক্রমিক	বিষয়	লক্ষ্য এবং কৌশল	কার্যক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মেয়াদ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সংস্থা
১৭	মেধাসম্পদ সম্পর্কিত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি	লক্ষ্য-৫ কৌশল- ১/২	মেধাসম্পদের সাথে সম্পৃক্ত সকলের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান	শিল্প মন্ত্রণালয়/ ডিপিডিটি/ বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস	২০১৮–২০২৩ সাল পর্যন্ত	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
১৮	দেশব্যাপী মেধাসম্পদ আদালত প্রতিষ্ঠা	লক্ষ্য-৫ কৌশল- ৭	দেশের সকল জেলায় মেধাসম্পদ আদালত প্রতিষ্ঠা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	২০১৯–২০২১ সাল পর্যন্ত	শিল্প মন্ত্রণালয়/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৯	মেধাসম্পদ সংরক্ষণে টাস্কফোর্স গঠন	লক্ষ্য-৫ কৌশল- ৮	ক) সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের টাস্ক ফোর্স সচল করা খ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১টি নতুন টাস্কফোর্স গঠন	শিল্প মন্ত্রণালয়/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২০১৯–২০২৩ সাল পর্যন্ত	ডিপিডিটি
২০	ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি এবং জেনেটিক সম্পদের জন্য তথ্য ভান্ডার স্থাপন	লক্ষ্য-৬ কৌশল-৩	তথ্য ভান্ডার স্থাপন, তথ্য চিহ্নিতকরণ, তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই এবং সংরক্ষণ	ডিপিডিটি/বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস/কৃষি মন্ত্রণালয়/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২০১৯–২০২৮ সাল পর্যন্ত	শিল্প মন্ত্রণালয়/তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২১	ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ও জেনেটিক সম্পদ সংরক্ষণে কার্যক্রম গ্রহণ	লক্ষ্য-৬ কৌশল-৬	TCE/TK/জেনেটিক সম্পদ বিষয়ক সাহিত্য, দলিল বা নমুনা সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ	কৃষি মন্ত্রণালয়/ ডিপিডিটি/ বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস	২০১৮–২০২৮ সাল পর্যন্ত	শিল্প মন্ত্রণালয়/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক্রমিক	বিষয়	লক্ষ্য এবং কৌশল	কার্যক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মেয়াদ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সংস্থা
২২	উদ্ভাবনী মনোভাব ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গ্রহণ	লক্ষ্য-৩ কৌশল-৬	সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের মেধাসম্পদ প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা, উদ্ভাবনী প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার ও কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে উদ্ভাবনী মনোভাব বা সংস্কৃতি গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ	শিল্প মন্ত্রণালয়/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	২০১৮–২০২১ সাল পর্যন্ত	ডিপিডিটি/বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস/অর্থ বিভাগ

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস—কম্পিউটার শাখা-বি—১২৯৫/২০১৮-২০১৯/(শিল্প)—০৩-০৩-২০১৯—৫০০ বই।